মেহেরপুরে গত ১০দিনে আক্রান্ত ৫৯ জন

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। গত ১০ দিনে নতুন করে ৫৯ জন আক্রান্ত হওয়ায় আতঙ্ক শুরু হয়েছে। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত এক বৃদ্ধা মারা গেছেন।

তবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে ঈদের ছুটিতে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসায় মাইগ্রেন্ট এর কারণে করোনা কিছুটা বেড়েছে।
জেলা সিভিল সার্জন অফিস থেকে জানা গেছে, গত ১৪ মার্চ থেকে গত ২৫ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় ২২১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১০ দিন অর্থাৎ ১৬ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত আক্রান্ত সর্বোচ্চ ৫৯ জন।

এর মধ্যে ১৬ মে ৪জন, ১৭ মে ৭ জন, ১৮ মে ৩ জন, ১৯ মে ৫ জন, ২০ মে ৬ জন, ২১ মে ৪ জন, ২২ মে ৪ জন, ২৩ মে ১৪ জন,২৪ মে ৬ জন এবং ২৫ মে ৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, ঈদের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ মেহেরপুরে আসায় কিছুটা আক্রান্তের হার বেড়েছে। এদের অধিকাংশ মাইগ্রেন্ট। তবে জেলা স্বাস্থ্যবিভাগ সব সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য মানুষজনকে সতর্ক করে আসছে।

বামন্দীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চালকসহ আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ তিনজন আহত হয়েছে। বুধবার দুপুরে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেরার খোকসা গ্রামের আবু হোসেনের ছেলে মাহাবুল (৩৫), ফজলুল মুনসির ছেলে ট্রাক চালক আবু জাফর (২৬), শরিফুল ইসলামের ছেলে মিল্টন (২০)।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মেহেরপুর থেকে একটি আম বোঝাই ট্রাক কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটি বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় আম ব্যবসায়ী,ট্রাক চালক ও হেলাপার আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আবু জাফরের অবস্থা অবনতি দেখে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

হেল্পার মিল্টন জানান, মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ায় যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দিলে আমাদের গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।এবং ঐ গাড়ির চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।

আলফালা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ডাক্তার মোঃ মিজানুর রহমান জানান,আবু জাফর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট করা হয়।
বামন্দী ক্যাম্প ইনচার্জ আবুল খায়ের জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ি জব্দ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িটি ধাক্কা মেরে ড্রাইভারসহ দু’জন পালিয়েছে।

ভারত ফেরত ৮২ জন মেহেরপুরে কোয়ারেন্টাইনে

ভারত থেকে আগত ৮২ জন বাংলাদেশীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে মেহেরপুরে। বুধবার পর্যন্ত দর্শনা হয়ে ভারতে থেকে মোট ৮২ জন বাংলাদেশিকে পুলিশ প্রহরায় মেহেরপুরে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টিটিসিতে এ ৮২জনকে রাখা হয়েছে। প্রথম দফায় ১৮ জন, দ্বিতীয় দফায় ৩৩ জন এবং তৃতীয় দফায় ৩১জন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভারত ফেরত নাগরিককে এখানে আনা হয়েছে। আগামী ১৪ দিন তারা মেহেরপুরে অবস্থান করবেন।

ভারত সীমান্ত পার হওয়ার সময় তাদের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের রিপোর্ট নেগেটিভ হয়েছে তাদেরকে কেবল মেহেরপুরে নেওয়া হয়েছে। ভারত ফেরত সকল বাংলাদেশীদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। সার্বিক বিষয়টি তদারকি করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম।

মৃধা মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম জানান, ভারত থেকে আগত বাংলাদেশীদের নিয়ম মেনে তিনবেলা খাবার সরবরাহ করা সহ স্বাস্থ্যর বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে। আগত ব্যক্তিদের মধ্যে মেহেরপুরের কোন ভারত ফেরত নেই বলে তিনি জানান।

গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে ঘরের তালা ভেঙে অটোরিকশা চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে নাজমুল হোসেন নামের এক ব্যক্তির ঘরের তালা ভেঙে অটোরিক্সা চুরি হয়েছে ।
মঙ্গলবার মধ্য রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে অটোরিকশা চুরি করে নিয়ে যাই। অটোরিকশা মালিক নাজমুল হোসেন ভাটপাড়া গ্রামের আনারুল চৌধুরীর ছেলে।

অটোরিকশা মালিক নাজমুল হোসেন জানান, প্রতিদিন সকালে অটো রিক্সা নিয়ে বের হয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে অটোরিকশার তালা লাগানো হয়।আজকেও রাতে অটোরিকশা তালা লাগানোর পর বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে ছিলাম। বুধবার সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি বাড়িতে অটোরিকশা নেই। বসত বাড়ির গেটে তালা ভাঙ্গা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অটোরিক্সার সন্ধান মেলেনি। অটোরিক্সার চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরিবারকে অসহায় হয়ে পড়েছে।

গ্রামবাসীরা জানান, ভাটপাড়া গ্রামের মাঝেমধ্যেই অটো রিক্সা, ভ্যান, ছাগল, সাইকেলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরির ঘটনা ঘটতেই আছে। প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটায় গ্রামটিতে চুরির আতঙ্ক বিরাজ করছে । প্রশাসনের তৎপরতা বৃদ্ধি না করা হলে গ্রামে চুরির ঘটনা আরো বাড়বে বলে বলে মনে করেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, চুরির ঘটনা কেউ জানায়নি। লিখিত ভাবে জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগরে ভাবিকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টাঃ থানায় মামলা

মুজিবনগরে ভাবিকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পাশের বাড়ির ফারুক হোসেন নামের এক দেবরের বিরুদ্ধে।
যে কারণে থানায় একটি ধর্ষণের চেষ্টার মামলাও হয়েছে।
গত ১৯-০৫-২০২১ বুধবার সন্ধ্যারাতে ধর্ষণের চেষ্টা করা হলে শিরিনা খাতুন (ছদ্ম নাম) নিজে বাদি হয়ে ২০-০৫-২০২১ বৃহস্পতিবার সকালে ফারুক হোসেনের নামে একটি ধর্ষণের অভিযোগ করেন। তবে শীলতাহানীর বিষয়টি ছেলে পক্ষের লোকজন ধামাচাপা দিতে চাইলেও মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে বেরিয়ে আসে সঠিক তথ্য। ফারুক হোসেন মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের বদরউদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে। সে ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে লেখাপড়া করে। ও শিরিনা খাতুন ফারুক হোসেনের প্রতিবেশি।

শিরিনা খাতুন ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ফারুকের সাথে আমার কোনদিন কথাও হতো না। সে ঢাকাতে লেখাপড়া করে সে কারণে বাসাতে কম থাকতো। কিন্তু বুধবার সন্ধার পর আমি রান্না করছি এমন সময় হঠাৎ আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। আমি পিছন ঘুরে দেখি ফারুক। পরে আমি যখন তাকে ছেড়ে দিতে বলি তখন সে আমাকে আরও জরিয়ে ধরে অশ্নীল আচারণ করতে থাকে। আমি তখন কোন উপায় না পেয়ে হৈচৈ শুরু করে দিই। হৈচৈ শুরু শুনে আমার জায়ের ছেলে ও আমার মেয়ে ঘর থেকে বিরিয়ে আসে। যখনিই আমার মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালতে চাইলে আমি তার জামা চেপে ধরে থাকলে সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এসময় সে বলে তুই আমার কি করবি করে নিস। এই বলে সে আমার কাছে থেকে জোর করে পালিয়ে যায়। পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালে আমি বাদি হয়ে তার নামে একটি অভিযোগ করে আসি।

স্থাানীরা জানান, এরকম একটি ঘটনা শুনেছি, তবে নিজের চোখে না

দেখে তো কিছু বলা যায় না। ফারুক হোসেন বলেন, সে আমার মায়ের বয়সের। তার সাথে আমি এমনটা কিভাবে করতে পারি। তাছাড়া আমার পরিবারের কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা ধার নিয়েছিলো। সেই সুবাদে তার সাথে আমার কথা হয়। বুধবারের দিন সে আমাকে টাকার বিষয়ে কথা বলতে তার বাসায় ডেকেছিলো। আমার টাকার দরকার ছিলো তাই তার কাছে টাকার জন্য গিছিলাম। হয়তো টাকা দিতে জোর করা হত বলে সে আমাকে এরকম একটি খারাপ বদনাম দিয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ, আব্দুল হাশেম বলেন, মেয়ে বাদি হয়ে ২৬-০৫-২০২১ বুধবার সকালে ফারুক হোসেনের নামে একটি ধর্ষণের চেষ্টার মামলা করেছে। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগরে খেলতে গিয়ে প্রান গেলো শিশুর

মুজিবনগরে বন্ধুদের সাথে খেলা করতে গিয়ে বৈদতিক আর্থিং লাইনে বৃদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রান গেলো
শিলা খাতুন(৬) নামের এক শিশুর।
বুধবার সকাল পৌনে এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনা ঘটে।
শিলা খাতুন তারানগর গ্রামের সেলিম উদ্দীনের মেয়ে।
স্থানীয়রা জানান,বিলের পাশের রাস্তার উপর দিয়ে একটি আর্থিং টানা লাইন থাকায় প্রতিদিন সেখানে বাচ্চারা খেলাধূলা করে।
একই ভাবে বুধবার সকালে শিলা খাতুনসহ আশরাফুল ইসলামের মেয়ে তারিন(৬) ও আলতাবের ছেলে নায়েব(৭)একসাথে বিলের পাশে খেলছিলো। খেলতে খেলতে শিলা খাতুন তারে হাত দিলে হঠাৎ করে সে শক খেয়ে নিচে আছড়ে পরে।
পরে বাচ্চারা আমাদের কাছে যেয়ে বললে আমরা তারাহুরো করে তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ কমপ্লেক্ষে নিয়ে আসি।
এদিকে মুজিবনগর স্বাস্থ কমপ্লেক্স এ আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।
আর্থিং লাইনে বৃদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিসের এজিএম বলেন,আর্থিং লাইনে ২ টা তার থাকে।একটি ফেজ একটি নিউটাল।আর্থিং লাইনে কখনো শর্ট করে না। কিন্তু কোন

ভাবে যদি নিউটাল তার ছিড়ে যায় সেক্ষেত্রে আর্থিং লাইনে কারেন্ট হতে পারে। হয়তো ঝরের কারনে নিউটাল তার ছিড়ে যাবার কারনে বৃদ্যুৎ চলে আসতে পারে। আর তৎক্ষানিক বাচ্চাটা তারে হাত লাগালে বৃদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।
মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, ঘটনা শোনার পর পুলিশের একটি টিম সাথে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি।
কারও কোন অভিযোগ না থাকায় পরিবারের হাতে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

আমঝুপিতে আকাশ ডিটিএস এর ২য় বর্ষপূতি পালন

ঝকঝকে আকাশ’ শ্লোগানে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝূপিতে আকাশ ডিটিএস ২য় বর্ষপূতি পালিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে আমঝুপি বাজারে আকাশ ডিটিএস এর জেলা পরিবেশকের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আকাশ ডিটিএস এর পরিবেশক অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টে গনি উল আযমের সভাপতিত্বে বর্ষপূতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কেক কাটেন আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্ন। এসময় আমঝুপি বাজার কমিটির সভাপতিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে নতুন ৬ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে মোট করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৬ জনে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন এ তথ্য

নিশ্চিত করেছেন। আক্রান্তরা হলেন গাংনী উপজেলার ৩ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৩ জন।
সিভিল সার্জন জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ২৮ জনের রিপোর্ট আসে। এর মধ্যে ৬ জনের পজিটিভ রিপোর্ট। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ২৩ জন, গাংনী উপজেলার ২২ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ১১ জন রয়েছে।

মুজিবনগরে কৃষি জমিতে অবাধে পুকুর খনন

মুজিবনগরে সরকারি নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করে এক শ্রেণির মুনাফা লোভী প্রভাবশালীদের ইন্ধনে চলছে অবৈধ পুকুর খননের মহোৎসব।পুকুর খননের কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষের দিকে। পুকুর খননকরা কালীন সময়ে উত্তোলন করা মাটি এবং বালি বর্তমানে গোপনে কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে বিক্রি করছে বিভিন্ন ইট ভাটাই।

মুজিবনগর উপজেলার কয়েকটি ফসলি জমিতে চলছে অবৈধ পুকুর খনন। এতে করে পাশের কৃষি জমিগুলো হুমকির মুখে পরে যাচ্ছে।
সরজমিনে ঘুরে দেখা যায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা লঙ্ঘন করে মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামে মাদারতলার পিছনে একটি জায়গায় ফসলি জমি নষ্ট তারনগর গ্রামের মৃত,রসুল কসােইর ছেলে আরশাদ কসাই বিভিন্ন ক্ষমতার জোর দেখিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার পুকুর খননের কাজ।

ইতি মধ্যে পুরোটা খনন হয়ে গেলে, পুকুরে বালি তুলে রেখে বাধায় করে রেখেছে আরশাদ কসাই।আর উত্তোলনকৃত বালি গোপনে বিক্রি করছে বিভিন্ন ইটভাটাই।পুকুর খনন করার সময় মাটির সাথে উত্তোলন হচ্ছে বালু। যেগুলো গাড়ি প্রতি ১৫ শত থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে করে অধিক মুনাফা অর্জন হচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে এলাকার প্রভাবশালীরা এসব পুকুর খনন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকায় ফসলি জমি কমে যাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ওপরও দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে

আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয় নিয়ে গ্রামবাসি সহ খননকৃত পুকুরের পাশের জমির মালিকদের মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।এভাবে পুকুর খনন চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে উপজেলায় ফসলি জমি থাকবে না বলে মতপ্রকাশ করছেন এলাকার সুধিসমাজ।

গণমাধ্যম কর্মীরা পুকুর খননের সংবাদ সংগ্রহ করতে মাঠে গেলে নামপ্রকাশে অনেকে বলেন, ছবি তুলে, নিউজ করে লাভ নেই। এর আগেও অনেক সাংবাদিক এসেছে।কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

কৃষি জমি নষ্ট করে পুকুর খনন করছে তারানগর গ্রামের মৃত রসুল কসােইর ছেলে আরশাদ কসাই।যার পুকুর খনন করতে করতে নিজের জমি ছেরে চলে এসেছে সরকারী রাস্তার ভিতর।এতে করে রাস্তাটা অনেক ঝুকির মধ্যে পরে যাচ্ছে।

আরশাদের জমির পাশেই রয়েছে তারানগর গ্রামের জহন্নর নামের একজনের বাশবাগান, তিনি সাংবাদিক দেখে বলেন, আপনাদের তো শুধু ছবি আর ভিডিও করায় কাজ।

১০-২০ টাকা দিলেই আপনারা চুপ হয়ে যান।এর আগে অনেক অফিসার, সাংবাদিক এসেছে। কিন্তু পরে তাদের আর কোন খোজ পাওয়া যায়নি। আপনাদেরও আর খোজ পাওয়া যাবে না।ঠিকিই বড় বড়া মানুষের ক্ষমতা দেখি পুকুর খনন করে চলেছে। কারও কাছে বলে আমাদের লাভ নেই।

পুকুর খনন বন্ধ করার বিষয়ে তিনি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চাই তিনি বলেন, একবার মৌখিক ভাবে তৌশিলদারকে বলেছিলাম কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তখনিই বুঝলাম আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অভিযোগ, কোনো অনুমতি ছাড়া প্রভাবশালীরা জোরপূর্বক ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের জমি পুকুরের জন্য দখল নিয়ে নিচ্ছে অনেকে।

পুকুর খনন বন্ধের বিষয়ে কেউ বাগোয়ান ইউনিয়ন তৌশিলদারের কাছে মৌখিক অভিযোগ দিয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,পুকুর খনন বন্ধের বিষয়ে লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে আমার কাছে কেউ অভিযোগ দেয়নি। তবে আমি গতকাল পুকুর খননের বিষয়টি জানতে পারার পর আমার অফিসের পিয়নকে ঘটনাস্থলে পাঠাইছিলাম। তবে বৃষ্টির কারনে আপাতত কাজ বন্ধ রয়েছে।

আমি পুরো বিষয়টি ইউএনও স্যারের নলেজে দিয়েছি। এবং ইউএনও স্যারের নির্দেশে তাকে কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে।
পুকুর খননের বিষয়ে আরশাদ কসাই বলেন, আমি সরকারী রাস্তায় পুকুর খনন করনি ।

যেটুকু কেটেছি আমার নিজের জমিতে।আমি ৫ বিঘা জমির উপর পুকুর খনন করার প্লান করেছিলাম।এ প্রযন্ত ৩ বিঘা জমির উপর খনন করা হয়েছে বাকি আছে ২ বিঘা। তাছাড়া মানুষের অনেক শত্রু থাকে, কেউ হয়তো আমার উপর শত্রুতা করে আপনাদের কাছে সরকারী রাস্তার বিষয়ে ভূল তথ্য দিয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, পুকুর খননের বিষয়গুলো একেবারে অবৈধ। পুকুর খনন বন্ধে বারবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। আরশাদের বিষয়টি আমি গতকাল সোমবার শুনেছি। শোনার পর তৌশিলদারকে পাঠিয়ে কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে।

পরবর্তিতে পুনরায় কাজ শুরু করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামে পুকুর খনন বন্ধের দাবীতে মানববন্ধন

জেলা প্রশাসন থেকে দেয়া শর্তবলী ভঙ্গ ও ঘরবাড়ী রক্ষার্থে পুকুর খনন বন্ধ করার দাবীতে মানব বন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব কুঠি পাড়া গ্রামবাসি। মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী হাসপাতাল বাজারে মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনের মাধ্যমে পুকুর খনন কাজ বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেবেন এমন প্রত্যাশা করেন তারা।
স্থানীয়রা জানান, গাংনীর গাড়াডোব কুঠিপাড়ার কাজলা নদীর কোল ঘেঁসে পুকুর খনন এর অনুমোতি নেন রেবেকা খাতুন ও হাশেম আলী। পুকুর খননের আগ থেকেই জমির আশপাশের অনেক পরিবার অনুমোতি না দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। বিভিন্ন প্রতিকুলতা থাকলেও ৮ টি শর্ত দিয়ে পুকুর খননের অনুমোতি দেন জেলা প্রশাসক। শর্তে বলা হয়, পুকুরের মাটি বিক্রি করা যাবেনা।
অথচ ওই মাটি স্থানীয় দু’টি ইট ভাটাই বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানান

স্থানীয়রা। কাজলা নদীর একেবারে কোল ঘেঁসে নিজের জমির মালিকানা দাবী করায় স্থানীয় জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার প্রবীণদের ধারনা পুকুর খনন করা হচ্ছে ওই জমির অনেকাংশ কাজলা নদীর হতে পারে। সরকারিভাবে কাজলা নদী জরিপের দাবীেও করেন স্থানীয়রা। স্থানীয় ইসমাইলের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন জানান, হাশেম আলীর জমির মাথায় তাদের বাড়ির জমি আছে এখানে পুকুর খনন করা হলে তাদের জমি ধ্বসে পড়াসহ শিশুরা ঝুকিতে থাকবে।
হেরেন শেখের ছেলে আমিরুল জানান, আমরা গরিব মানুষ আমাদের দুর্বল ঘরবাড়ি এখান মাটি নরম। পুকুর খনন করা হলে বাড়ি ঘর ধ্বসে পড়বে। পুকুর খনন কাজে বাধা দেয়ায় অভিযোগে হাশেম আলীর জামাতা হায়দার আলী তাদের মারধর করার অভিযোগ করেন ওখানকার বাসিন্দারা। স্থানীয় খেদের আলী জানান এ জমিটি একটি আবাদি জমি,তাছাড়া কাজলা নদীর সাথেই। এখানে পুকুর কনন করতে হলে সরকারি সার্ভিয়ার দ্বারা জমি জরিপ করা প্রয়োজন ছিল।
স্থানীয় এরশাদ আলী বলেন, আমাদের কথা বিবেচনা না করেই পুকুর খননের অনুমোতি দেয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে। তবে জেলা প্রশাসন থেকে যে শর্ত দেয়া হয়েছে তা সম্পুর্ণ ভাবে অমান্য করা হচ্ছে এমন অভিযোগ করেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন কিশোর জানায়, আমারা কাজলা পাড়ে খেলা ধুলা করতে যেতাম এখানে পুকুর হলে আমাদের খেলাধুলা করার জায়গা হারিয়ে যাবে।
মাটিবহন কারি কাজে নিয়োজিত ট্রাক ড্রাইভার রাশেদুল ইসলাম বলেন, মাটি যাচ্ছে স্থানীয় একটি ইট ভাটায়। তবে কার ভাটায় যাচ্ছে তার নাম বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। আর এক ড্রাইভার সাহাজান আলী জানান, স্থানীয় এরশাদ আলীর ভাটায় মাটি যাচ্ছে। পুকুর পাড়ে অনেক মাটি রাখার জায়গা না থাকায় মাটি অন্যত্র রাখা হচ্ছে বলে জানান স্কেবিটর চালক।
স্থানীয় রুবেল হোসেন বলেন, আমি জেলা প্রশাসক,উপজেলা প্রশাসন ও ভুমি অফিসে আবেদন করেছি। তবে এপর্যন্ত কোনো ব্যাবস্থা নেয়া হয়নি। ওদিকে জমির মালিক দেদারছে পুকুর খনন করেই চলেছেন। পুকুর খনন বন্ধ না হলে অনেক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে জানান তিনি। জনগনের পক্ষেই তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে আবেদন করেছেন। আবেদনে সাড়া না পেয়ে মানববন্ধন করেন তারা।
জমির মালিক হাশেম আলী জানান, ওই জমিতে আমাদের কোনো আবাদ করতে দিতোনা ওই এলাকার মানুষ। যে আবাদ করা হতো তা তছরুপ করে নস্ট করে দিতো তারা। তার পরেও নিচু জমি। এখানে পুকুর খনন ছাড়া বিকল্প কিছু করা সম্ভব হচ্ছিলা না তাই পুকুর খনন করা হচ্ছে। তবে পুকুর পাড় না ভাঙ্গে এর জন্য খনন শেষে প্যালাসাইড ব্যাবহার করা হবে। প্রয়োজন হলে প্রাচীর দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন প্রশাসন থেকে দেয়া সব শর্ত মেনেই পুকুর খনন করা হচ্ছে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, কাজলা নদীর পাড় ঘেঁসে যেহেতু পুকুর খনন করা হচ্ছে সে বিষয়টি মাথায় রেখে সরেজমিনে

যাব। তাছাড়া জমির মালিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জেলা প্রশাসক স্যারের কাছে অনুমোদন নিয়েছেন শর্ত সাপেক্ষে। শর্তভঙ্গ করা হলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেয়া হবে।